# ২৩ ছাপাখানার বিনা মূল্যের পাঠ্যবই চড়া মূল্যে বিক্রি হয়েছে খোলাবাজারে

**গোয়েন্দা তথ্য হাতে পেয়ে মুদ্রাকরদের সতর্ক করলো এনসিটিবি**

মেহেদী হাসান

প্রকাশ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০

**দেশে শতভাগ শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে বছরের শুরুতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের হাতে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই তুলে দেয় সরকার। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে সব শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দিতে এপ্রিল মাস লেগে যায়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২৩ ছাপাখানার বিনা মূল্যের পাঠ্যবই চড়া মূল্যে বিক্রি হয়েছে খোলাবাজারে। একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। গোয়েন্দা রিপোর্টটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পেয়েছে। যার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ২৩ ছাপাখানার মালিককে সতর্ক করে দিয়েছে এনসিটিবি। সংশ্লিষ্ট সূত্র ইত্তেফাককে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।**

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উঠে আসা ২৩ ছাপাখানা হলো রাব্বিল প্রেস, হাওলাদার প্রেস, মেরাজ প্রেস, ফরাজি প্রেস, ফাইজা প্রেস, শাপলা প্রেস, দিগন্ত প্রিন্টার্স, সোহাগ প্রিন্টার্স, টাইম মিডিয়া প্রেস, লেটার অ্যান্ড কালার প্রেস, মেঘদ্যুত প্রেস, টাঙ্গাইল প্রেস, আলিফ প্রেস, মৌসুমী প্রেস, জনতা প্রেস, এস আর প্রিন্টিং প্রেস, আনন্দ প্রিন্টার্স, রেদওয়ানিয়া প্রেস, অক্সফোর্ড প্রেস, মোল্লা প্রিন্টিং প্রেস, অটো প্রিন্টিং প্রেস, সৃষ্টি প্রিন্টার্স ও গ্লোবাল প্রিন্টিং প্রেস। এসব ছাপাখানার বই খোলাবাজারে বিক্রি সিন্ডিকেটের সঙ্গে ১৬ পরিবহন কনট্রাক্টর জড়িত থাকার তথ্যও গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তারা হলেন আবুল বাতেন, মো. শুকুর আলী, রহমত আলী, চান মিয়া, রাসেল (এমআর ট্রান্সপোর্ট), মেহেদী, আলমাস, মো. রফিক, মহিদ হোসেন, বাবুল, আক্কাস আলী, রাজিব, খলিল, জীবন, আব্দুল কাদের ও মনসুর। এই গোয়েন্দা রিপোর্টটি গত তিন ধরে এনসিটিবিতে হ্যান্ডবিল আকারে বিলিও করা হয়েছে। ১৬ পরিবহন কনট্রাক্টরকে আগামী শিক্ষাবর্ষে কাজ না দিতে ২৩ ছাপাখানার মালিককে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে এনসিটিবি।

এ ব্যাপারে জনতা প্রেসের স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম কাজল বলেন, 'কে বা কারা এই হ্যান্ডবিল আকারে বিলি করেছে তা জানি না। তবে যারা পাঠ্যবই চুরি ও বেচাকেনার সঙ্গে জড়িত, তারাই নিজেদের দোষ ধামাচাপা দিতে এই কাজটি করেছে বলে আমার মনে হয়েছে।' বিনা মূল্যের পাঠ্যবই চড়া মূল্যে খোলাবাজারে বিক্রি সিন্ডিকেটের সঙ্গে তিনি জড়িত নন বলে দাবি করেন।

সোহেল, রাকিব ও রায়হান পাঠ্যবই বেচাকেনার মূল হোতা: মোল্লা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী মিন্টু মোল্লা বলেন, পাঠ্যবই বেচাকেনার মূল হোতা হলেন আমিন আর্ট প্রেসের মালিক মো. সোহেল, সমতা প্রেসের মালিক রাকিব ও পাঞ্জেরি প্রিন্টার্সের মালিক রায়হান। অন্য ছাপাখানাগুলো যখন পাঠ্যবই সারা দেশে সরবরাহ করে, তখন সেই বই বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে কম টাকায় কিনে মাতুয়াইলে একটি গুদামে রাখেন। সেগুলোর বড় অংশ চড়া মূল্যে বিক্রি করে দেন। মিন্টু মোল্লা বলেন—সোহেল, রাকিব ও রায়হান তিন জনই এনসিটিবির পাঠ্যবই ছাপানোর কাজ করেন। তবে তারা যে কাজ পান, তার ৩০ ভাগ নিজেরা ছাপান। বাকি ৭০ ভাগ অন্য ছাপাখানাগুলোর বই সংগ্রহ করে, সেই বইয়ের শুধু ইনার পরিবর্তন করে নিজের কোম্পানির নাম দিয়ে বিতরণ করেন। এভাবে দুই অনৈতিক পন্থায় তারা অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। অথচ এই তিন জনের নাম ঐ তালিকায় নেই। জানা গেছে, সিন্ডিকেটটি প্রতিটি বই ৩০ টাকা দরে ক্রয় করেন। অথচ সেগুলো ছাপাতে খরচ হয় ৭০ টাকা। আবার খোলাবাজারে বিক্রি করে প্রতিটি বই ১৩০ টাকা করে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) উৎপাদন নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবু নাসের টুক ... া রিপোর্ট তারা পেয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ১ জানুয়ারি স্কুলে বই বিতরণের দিন থেকেই রাজধানীর বাংলাবা ... র দোকানে বিনা মূল্যের বই বিক্রি হয়। রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি স্কুলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শি ... া তারা বই পান না। যতসংখ্যক বইয়ের চাহিদা দেওয়া হয়, তার থেকে সব সময়ই কিছু বই কম ে ... র কারণে তাদেরকে বাজার থেকে বই কিনে নিতে হয়।' এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর কঠোর নজরদারিতে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ের চাহিদা ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি কমেছে; যা ছাপাতে খরচ হতো প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

ইত্তেফাক/এমএএম